সম্পাদকের চিরকুট

প্রিয় পাঠক ও লেখক

সদালাপের পাঠক সংখ্যা গত কয়েক সপ্তাহ যাবত ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। লেখক হিসাবে আমরা পেয়েছি পাঠক প্রিয় সেতারা হাসেম, সংবেদনশীল লেখক মোহাম্মদ আমান উল্লাহকে। এ ছাড়াও মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম, আবু সাঈদ মাহফুজ, দেওয়ান বাসেত সহ আরো যারা নিয়মিত লিখছেন তাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ। পাঠক সংখ্যা বাড়ার প্রেক্ষিতে সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব আরো বেড়ে যায়। এ অবস্থায়, পাঠকদের কাছে অনুরোধ রইল, দয়া করে আপনাদের মতামত ও আপনি 'সদলাপকে কেমন দেখতে চান' - আমাদের জানান। আমাদের চেষ্টা থাকবে পাঠকদের মতামত প্রতিফলন ঘটাতে। লেখা পোষ্ট করার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত বিষয় এড়ানো সদালাপের নীতি - কিন্তু গত সপ্তাহের একটা ব্যক্তিগত বিষয় সন্নলিত লেখা পোষ্ট করা হয় - লেখকের অনুরোধের পর লেখাটা প্রত্যাহার করা হয়। সম্পাদক হিসাবে এ ধরনের ভুলের জন্যে ক্ষমা চেয়ে বলছি - ভবিষ্যতে এটা যেন না হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখা হবে।

পরিবর্তনশীল বিশ্বে শত্রু -মিত্রের সংজ্ঞা বারবার পরিবর্তন হয়। গত দশকে যারা পরস্পরের মিত্র ছিল, যেমন সৌদি - মার্কিন মিত্রতা বা রুশ - মার্কিন শত্রুতা এখন ১৮০ ডিগ্রী ঘুরে গেছে । এতে কারা লাভবান আর কারা ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে - সচেতন মানুষ মাত্রই বুঝতে পারেন। আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে সাধারন মানুষদেরকে এ ভয়াবহ খেলার থেকে মুক্ত রাখা। না রাখতে পারলে আবারো বসনিয়া, গুজরাট বা লাইবেরীয়ার মতো আরো ভয়াবহ ঘটনা দেখতে পাবো।

যদি কেহ ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে "জামাতের" ভূমিকার জন্য ইসলামকে দায়ি করে মুসলমান মাত্রই "রাজাকার" বলার চেষ্টা করেন সেটা যেমন ভুল - তেমনি লাদেনের কাজকে মুসলমানদের কাজ হিসাবে চিত্রিত করা ভুল - গোলাম আজমের কাজকে সমর্থন করা একজন মানুষ মুসলমানের হলেই তার পক্ষে সম্ভব হবে না - তেমনি লাদেন কেও। এ অবস্থায় সব সমস্যার মুলে ইসলাম বা মুসলমান - সেটা কোন যুক্তিতে টিকতে পারে না না। আর যারা যুক্তিবাদী হিসাবে নিজেদের প্রচার করার পাশাপাশি "সব এসলামী যোশওয়ালা পশু" বা "সেপ্টেম্বর ১১ এর পর কি ভাবে মুসলমানরা আমেরিকায় থাকে ?" - এ ধরনের ধারনা পোষন করেন - বা এ মতবাদ প্রচারে সহায়তা করেন তারা আর যাই হোক - যুক্তবাদী নন । এদের সম্পর্কে সচতেনতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে সদালাপ কাজ করে যাবে- এটা সদালাপের অঙ্গিকার । এর সাথে সাথে মুসলমানদের সম্পর্কে সঠিক ধারনা প্রচার করাও সদালাপের কাজের অংশ বিশেষ।

কয়েকদিন যাবৎ সৌদি আরব আর ওহাবিবাদ সম্পর্কে উত্তর আমেরিকার মিডিয়াতে আলোচনা প্রবল হচ্ছে - এটা ঝড়ের পূর্বাভাস নয়তো? আফগান হামলার পর এমনি করে দেখা গেছে ইরাকের সম্পর্কে আলোচনা। এটাতো আলোচনা। সেদিন গর্ড হিংকলী (আমার সহকর্মী) আমাকে বললো - তিনটা ইমেল এ শুধুমাত্র Divorce শব্দটা লিখে পাঠালেই তালাক - এটা সে রেডিওতে শুনে এসেছে । আমি আর কি বলবো - আমি জানতাম গর্ডের পারিবারিক অবস্থা, তাই বললাম - আমরা ভাগ্যবান। সে একটা দীর্ঘ শ্বাস ছেড়ে বললো - Really । পাঠক - আপনারই বিবেচনা করুন - যারা একটা সম্প্রদায়ের সম্পর্কে এ ধরনের ভুল ও নোংরা প্রচার কাজে অংশ নেন তারা কি মানবতাবাদী, না নাস্তিক। সৌদী আরব কোনভাবেই একটা গনতান্ত্রিক রাষ্ট্র নয় -ছিলও না, তারপরও আমেরিকা দীর্ঘকাল সে দেশের রাজতন্ত্রকে টিকে থাকতে সহায়তা করছে - যেমনটা করছে পাকিস্থানে । এখন সৌদীর প্রয়োজন শেষ - কারন বৃহত্তর তেল ক্ষেত্র আমাদের হাতে সুতরাং শুরু কর সৌদি ধোলাই। তারপরও একদল মুক্তমনা, নাস্তিক বা মানবতাবাদী নামধারীরা সৌদী আরব নিয়ে তাদের মতবাদ প্রচার সুরু করবেন। এটা যেন -হিস মাস্টার ভয়েস - গ্রামফোন রেকর্ডের মতো। সদালাপ সে সমস্ত হিজ মাষ্টার ভয়েস সম্পর্কে পাঠকদের সতর্ক করার দায়িত্ব পালন করবে।

আর একটা বিষয় - একজন লেখক সদালাপ সম্পর্কে অভিযোগ করে বলেছেন - " *সংখ্যালঘু নিয়ে আমার একটি লেখাও না রেখে রাহাতের সব গুলো জবাব দিয়ে ওয়েব-সাইট উনি সাজিয়ে রেখেছেন।*" লেখক সদালাপ জন্মের পর মাত্র একটা

লেখা সদালাপে পাঠিয়েছেন । তার আরো একটা লেখার জন্যে তাকে ইমেল করার পরও জবাব দেবার প্রয়োজন বোধ করেননি। এ অবস্থায় - লেখকের অনুমোদন ছাড়া লেখা পোষ্ট করা কতটা নৈতিক কাজ হবে তা পাঠকদের বিবেচনায় ছেড়ে দিলাম। আমরা কথা দিচ্ছি - লেখা পাঠান - অমনোনীত হলে কমপক্ষে আপনাকে জানানো হবে। আমরা বলবো না - "*আর *** যদি সেট পোস্ট না দিয়ে থাকেন তো কি হয়েছে?*" বিশ্বাস করুন - এতোটা অহংকারী আমরা হতে পারি না।

গত সপ্তাহে এক ইতালীয় ভদ্রলোকের কাছে এ গল্প শুনলাম- ৬০ দশকে টরন্টোতে তিনজন ইতালীয়র সমাবেশ নিষিদ্ধ করে আইন জারী করে ছিল। বলা হতো তারা মাফিয়া বা মুসেলীনির এজেন্ট। এটা একটা সাধারন ধারনা ছিল। এখন যেমন মুসলমান মাত্রই সন্ত্রাসী হিসাবে প্রচারিত । টোরীরা অন্টারিওর নির্বাচনে ১৭ জন পাকিস্থানীর গ্রেফতারকে "WAR ON TERROR" এ তাদের সাফল্য হিসাবে প্রচার করে ভোট বাড়াতে চাইছে, যদিও কোর্ট এর মধ্যেই এদের নির্দোষ হিসাবে ঘোষনা দিয়েছে। সামনে আসছে আমেরিকান নির্বাচন। আমার বিশ্বাস মুসলমানরা সব জেনেশুনেই পশ্চিমে বসবাস করেন। আপনারা যারা ৯/১১ এর ঘটনাকে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে একটা অস্ত্র হিসাবে ব্যবহারকে যৌক্তিক মনে করেন - তারা বাবরী মসজিদ ভাঙার পর বাংলাদেশে একটা ধর্মীয় গোষ্টীকে নাজেহাল হওয়াকে সমর্থন করছিলেন কি? কোন ভাবেই সমর্থন করা যায় না। না, করে থাকলে আয়নায় মুখ দেখুন - দেখুন কত বড় হিপোক্রেট আপনি। একদল উগ্র মৌলবাদীর মসজিদ ভাঙার অপরাধে হাজার হাজার মাইল দুরে বাংলাদেশের একদল মানুষকে দায়ী করা যেমন ভুল - তেমননি ৯/১১ এ একটা গোষ্টীর কার্যকলাপের দায়ে "*আমি বুঝি না ৯-১১ এর পর ইসলামী মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার ব্যাপারে পশ্চিমা বিশ্ব যখন সোচ্চার, তখন জিয়াউদ্দিনের মত ...*" বলার মতো মনোভাব পোষন করাও কি সমান ভাবে ভুল নয় ? এখানে একটা কথা এসে যায় - যদি ইসলামের পক্ষে কথা বলাটা মৌলবাদের সংগায় পরে তবে - ক্রমাগত এর বিপক্ষে বলাটাও কি মৌলবাদ নয়।

পাঠক, শুভেচ্ছা রইল, আপনাদের মতামত আর সমর্থন আমাদের পথ চলার একমাত্র পাথেয়।

শুভেচ্ছান্তে
সম্পাদক , সদালাপ ডট কম
সেপ্টেম্বর ২৯, ২০০৩

বি.দ্র. : একজন মুখোশধারী লেখক হিন্দু পুরোহিতের নাম নিয়ে অর্ন্তজালে (!) সদালাপকে শঠ-আলাপ বলে নানান ভাবে কুৎসা রটানোর চেষ্টা করছেন, মুখোশের পাশ দিয়ে কিন্তু আপনার ডক্টরেট ডিগ্রীটা দেখা যাচ্ছে। আপনার লেখার জন্যে আপনার বহুল ব্যবহৃত কথাটই প্রযোজ্য - "যখন ক্যারাভান যায় তখন ...."